ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ওয়েভস

টিআইবি নিউজলেটার

বর্ষ ১৮, সংখ্যা ২, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৪

তথ্যই শক্তি: জানবো জানাবো, দুর্নীতি রুখবো

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৪ উদ্‌যাপন

ভেতরের পাতায়

জলবায়ু তহবিল প্রাপ্তিতে জোর কূটনৈতিক প্রয়াস এবং তহবিল ব্যবহারে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে
চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউজে আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় অটোমেশনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবি
জনগণের মুখোমুখি হলেন ইউপি চেয়ারম্যান: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহিতার চর্চা

জলবায়ু তহবিল প্রাপ্তিতে জোর কূটনৈতিক প্রয়াস এবং তহবিল ব্যবহারে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে

বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক ২০১৩ অনুযায়ী আগামী ২০ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ঝুঁকিতে অবস্থানকারী প্রধান দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বেশী ঝুঁকিতে অবস্থানকারী দেশগুলোর অন্যতম হওয়ায় ভবিষ্যতে এর কাঙ্খিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশংকা প্রবল। অথচ জলবায়ু পরিবর্তনের দায় মূলত উন্নত দেশগুলোর। তাই আমরা মনে করি যে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী দেশ সমূহের প্রতিশ্রুত অর্থ কোন অনুদান বা অনুকম্পা নয় - এটি ন্যায্য পাওনা ও অধিকার, এ অর্থ বাংলাদেশকে সম্পূর্ন 'নতুন' এবং উন্নয়ন সহায়তার 'অতিরিক্ত' হিসেবে দিতে হবে। আর উন্নত দেশগুলো থেকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রাপ্ত এ অর্থের পাশাপাশি বাংলাদেশের জনগণের অর্থে পরিচালিত বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট তহবিলের (বিসিসিটিএফ) অর্থের ব্যবহারে নিশ্চিত করতে হবে সর্বোচ্চ সততা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও যথার্থতা।

জলবায়ু অর্থায়নে সু-শাসন নিশ্চিত করতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) তার চলমান কর্মসূচির আওতায় জলবায়ু তহবিল প্রাপ্তি ও বরাদ্দ, প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের ঝুঁকি চিহ্নিত করে এর প্রতিকারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অ্যানেক্সভুক্ত উন্নতদেশ, সরকার এবং তহবিল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আসছে। যথাযথ জলবায়ু অভিযোজনের লক্ষে বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন নিশ্চিতকরণে সার্বিক তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন গঠনেরও প্রস্তাব করেছে টিআইবি। এ দাবির পক্ষে সরকার, অন্যান্য অংশীজন ও ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে যেমন টিআইবি কাজ করছে তেমনি ২০১১ সাল থেকে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও উন্নত দেশের সামনে উক্ত দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরছে।

২০১৪ সালে টিআইবি প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী দেশ থেকে প্রতিশ্রুত অর্থের তুলনায় বাংলাদেশ জুলাই ২০১৪ পর্যন্ত চার ভাগের একভাগ অর্থ পেয়েছে। অন্যদিকে একই সময় পর্যন্ত জলবায়ু সংক্রান্ত সরকারি ও এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে সুশাসনের উল্লেখযোগ্য ঘাটতির চিত্র উদঘাটিত হয়েছে। যেমন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ৫৫টি এনজিও সর্ম্পকে অনুসন্ধানকালে পিকেএসএফ এর প্রদত্ত ঠিকানায় ১০টি এনজিও এর অবস্থানই খুঁজে পাওয়া যায়নি।

টিআইবি' মনে করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জলবায়ু তহবিলের বন্টন ও তা ব্যবহারে সততা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকরতা নিশ্চিত করার জন্য জলবায়ু তহবিল প্রদানকারী ও গ্রহণকারী উভয় পক্ষকে তহবিল লেনদেনের প্রতিবেদন স্বেচ্ছায় প্রকাশ করতে হবে। এ লক্ষ্যে সব দেশ, আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নিকারী সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানসমুহকে তহবিল সংগ্রহে এবং ছাড়ে সমন্বিতভাবে কাজ করা প্রয়োজন এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশসহ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের স্বার্থকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে। সরকারের মন্ত্রীসহ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ ও বিশ্লেষকগণ বিভিন্ন সময়ে টিআইবি'র এই অবস্থানের প্রতিধ্বনি করেছেন।

সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইর্য়কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন ২০১৪ উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতায় জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন পরিকল্পনার বাস্তবায়নে নতুন ও অতিরিক্ত হিসেবে প্রয়োজনীয় তহবিল দেয়ার জন্য উন্নত বিশ্বের প্রতি জোর দাবি জানিয়েছেন। এছাড়া সবুজ জলবায়ু তহবিলে অর্থায়নের বিষয়ে বাংলাদেশের মত ক্ষতিগ্রস্তদের তহবিল প্রাপ্তিতে সক্ষমতা বৃদ্ধি বিবেচনায় নেওয়ার দাবি জানিয়ে তিনি এ তহবিলে দ্রুত ও অধিকতর অর্থায়ন অত্যন্ত জরুরি বলে মত প্রকাশ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য অত্যন্ত সময়োচিত। তবে এর বাস্তবায়নে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জোর কূটনৈতিক প্রচেষ্টা। একই সাথে স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়নে সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা তথা সার্বিক সুশাসন নিশ্চিতের বিকল্প নেই। আমরা আশা করি সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন নিশ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠির অধিকার রক্ষায় টিআইবি'র সুপারিশের আলোকে দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

তথ্যই শক্তি: জানবো জানাবো, দুর্নীতি রুখবো
আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৪ উদ্‌যাপন

'জানবো জানাবো, দুর্নীতি রুখবো' শ্লোগানকে উপজীব্য করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ উদযাপন করে এবারের তথ্য জানার অধিকার দিবস। ২০০৬ সাল থেকে প্রতি বছর এ দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করে আসছে টিআইবি। ২০০২ সালে বুলগেরিয়ার সোফিয়ায় অনুষ্ঠিত সারা বিশ্বের তথ্য অধিকার কর্মীদের এক সম্মেলন থেকে ২৮ সেপ্টেম্বরকে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব করা হয় এবং তখন থেকেই দিবসটি উদযাপনের সূত্রপাত।

মূলত: তথ্য অধিকারের বিষয়টি ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় প্রথম উঠে আসে। জাতিসংঘের মতে "তথ্যের স্বাধীনতা বা অবাধ প্রবাহ হল মৌলিক মানবাধিকার এবং জাতিসংঘ প্রদত্ত সকল স্বাধীনতার জন্য পরশপাথর।" পরবর্তীতে মানুষের তথ্য অধিকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায় যখন এটি জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকারের ১৯ নং অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত হয়। তথ্য অধিকার সকল অধিকার প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি। জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম পূর্বশর্ত। গণতন্ত্রে জনগণই সকল ক্ষমতার মালিক আর তথ্য অধিকার সেই ক্ষমতার উৎস।

বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্য তথ্য জানার সুযোগ তৈরির পাশাপাশি সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হয়। বলা হয়ে থাকে সকল আইন থেকে এ আইনটি একেবারেই ভিন্ন, কেননা একমাত্র এই আইনটিই জনগণ প্রয়োগ করতে পারে রাষ্ট্রের উপর যেখানে অন্যান্য সকল আইন রাষ্ট্র প্রয়োগ করে জনগণের উপর। তাই সম্পূর্ণ রুপেই এটি জনগণের আইন। এ আইনটি সম্পর্কে এখনও জনগণ তেমনভাবে অবগত নয়। তাই তথ্যের ব্যবহার এবং তথ্যের শক্তি সম্পর্কে জনগণ এখনও রয়েছে অন্ধকারে।

বাংলাদেশে তথ্যের চাহিদা সৃষ্টি, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ, তথ্য আদান প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সর্বোপরি সফলভাবে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে টিআইবি প্রতিনিয়তই নানা উদ্যোগ গ্রহণ করছে, চালিয়ে যাচ্ছে প্রচারণা। তথ্য অধিকার আইন এর সাথে একাত্মতা পোষণ করে টিআইবি'র ঢাকা অফিস ও সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) কার্যালয়ে সর্বমোট ৯২ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করছেন। তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে প্রচারণা এবং এর ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করতে স্বল্পদৈর্ঘ্য টেলিভিশন ও রেডিও বার্তা প্রচার, 'তথ্যই শক্তি' শীর্ষক যোগাযোগ উপকরণ তৈরি ও বিতরণ, গণ-নাটক আয়োজন এবং ইয়ুথ এনগেজমেন্ট এন্ড সাপোর্ট- ইয়েস সদস্যদের এ আইন ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

২০১০ সাল থেকে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত 'তথ্য মেলা'র মাধ্যমে টিআইবি তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৬ অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশে উৎসাহিত করছে। এছাড়া টিআইবি কার্যালয় ও স্থানীয় ৪৫টি সনাকের 'তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক' থেকে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৪ উপলক্ষে টিআইবি স্থানীয় পর্যায়ে জেলা প্রশাসনের সাথে যৌথ উদ্যোগে ২ দিনব্যাপী তথ্যমেলার আয়োজন ছাড়াও ছিল র‍্যালি, সেমিনার, আলোচনা সভা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পথনাটকসহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম, ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক ইত্যাদি পরিচালনা করে। ইয়েস গ্রুপের সদস্যগণ মেলায় আগ্রহী দর্শনার্থীদেরকে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র, আপীল আবেদন এবং তথ্য না পেলে অভিযোগ দায়ের করার কৌশল হাতে কলমে শেখায় এবং মেলায় আগত দর্শনার্থীদের স্টল থেকে বিনামূল্যে বিভিন্ন প্রকার তথ্য ও পরামর্শ প্রদানসহ দুর্নীতিবিরোধী প্রচারণামূলক বিভিন্ন লিফলেট, স্টিকার ও তথ্যপত্র প্রদান করে।

এ বছর জাতীয় পর্যায়ে টিআইবিসহ আরোও বেশ কয়েকটি উন্নয়ন সংগঠন তথ্য কমিশনের সাথে যৌথভাবে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদযাপন করে। দিনব্যাপী এ আয়োজনে ছিল র‍্যালি, আলোচনা সভা, দিবস উপলক্ষে প্রকাশনা ও তথ্য মেলা। জাতীয় যাদুঘরের বেগম সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, এমপি। এছাড়া তথ্য মন্ত্রণালয় ও তথ্য কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং উন্নয়ন সংগঠনের প্রতিনিধিগণ এ আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

আলোচনা সভায় টিআইবি'র উপ-নির্বাহী পরিচালক ড. সুমাইয়া খায়ের তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের নানা চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেন। সেই সাথে তিনি ২৮ সেপ্টেম্বর বিশ্বব্যাপী উদযাপিত 'আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস' কে সরকারিভাবে স্বীকৃতি এবং জাতীয়ভাবে উদ্‌যাপনের আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, গত ৩১ আগস্ট এই দাবিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট টিআইবি একটি প্রস্তাব প্রেরণ করে। টিআইবি মনে করে দিবসটিকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হলে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে যেমন সরকারি সদিচ্ছার সুনির্দিষ্ট প্রতিফলন ঘটবে তেমনি অন্য সকল মানবাধিকার বাস্তবায়নের চাবিকাঠি হিসেবে এই আইনের কার্যকর প্রয়োগ তরান্বিত হবার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ
বিরোধী দলের কার্যকর ও দৃশ্যমান ভূমিকা পালনের আহ্বান

দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের উপস্থিতির ঘাটতি থাকায় কোরাম সংকট এখনো উদ্বেগজনক পর্যায়ে রয়েছে। প্রথম অধিবেশনে সংসদ নেতা ৩২ কার্যদিবস এবং অন্যদিকে বিরোধীদলীয় নেতা মাত্র ১৪ কার্যদিবস উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইস্যুতে বিরোধী দলের উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা দেখা যায় নি যা সংসদ কার্যক্রমের কার্যকরতা ক্ষুণ্ন করে। তবে এ সময়ে সংসদের একটি ইতিবাচক দিক ছিল বিরোধী দলের সংসদ বর্জন না করা। এ প্রেক্ষাপটে টিআইবি বিরোধী দলের কার্যকর ও দৃশ্যমান ভূমিকা পালনের আহ্বান জানায়। দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনের কার্যক্রমের ওপর টিআইবি'র পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা প্রতিবেদন 'পার্লামেন্ট ওয়াচ' প্রকাশ উপলক্ষে ৭ জুলাই আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ আহ্বান জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রতিবেদনের সারাংশ উপস্থাপন করেন টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগের প্রোগ্রাম ম্যানেজার জুলিয়েট রোজেটি এবং ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোরশেদা আক্তার। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপারসন অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক।

প্রতিবেদনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের মাধ্যমে এ অধিবেশনের সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা, সংসদীয় কার্যক্রমে সংসদ সদস্য ও সংসদীয় কমিটির ভূমিকা, আইন প্রণয়নে সংসদ সদস্য বিশেষত নারী সদস্যদের ভূমিকা এবং সংসদ সদস্যদের আচরণ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হয়। এতে সংসদীয় গণতন্ত্র সুদৃঢ় করা, সংসদকে কার্যকর করা এবং সর্বোপরি সংসদকে জবাবদিহিতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে সদস্যদের উপস্থিতি, তাদের গণতান্ত্রিক আচরণ ও অংশগ্রহণ, সংসদীয় কমিটি কার্যকর করা এবং তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত ১৮ দফা সুপারিশ করা হয়।

প্রতিবেদন অনুযায়ী দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনে কোরাম সংকটের কারণে দৈনিক গড়ে ২৮ মিনিট সময় অপচয় হয়েছে। সর্বমোট ১৭ ঘন্টা ৭ মিনিট কোরাম সংকটের প্রাক্কলিত অর্থমূল্য প্রায় ৮ কোটি ১ লক্ষ টাকা। অধিবেশনে আইন প্রণয়নে মোট সময়ের মাত্র ১.৮ শতাংশ ব্যয় হয়েছে, যেখানে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় ব্যয় হয়েছে ৫২.৩ শতাংশ সময়। দেখা যায় সরকারি ও বিরোধী উভয় দল জাতীয় সমস্যাগুলোকে রাজনীতিকীকরণ করে সাবেক বিরোধী দলকে আক্রমণ করার জন্য ব্যবহার করে। সংসদ সদস্যদের আলোচনার মূল বিষয়ের মধ্যে ছিল নির্বাচনী এলাকা সংশ্লিষ্ট বক্তব্য, নবম সংসদের বিরোধী দলের সমালোচনা ও নিজ দলের প্রশংসা।

দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনে সংসদ সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা কার্যক্রমের আওতায় উত্থাপিত ১৭৪টি জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের মধ্যে ১৫টির ওপর আলোচনা করা হয়। বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম ও দুর্নীতি সংক্রান্ত পাঁচটি মুলতবি প্রস্তাব এ অধিবেশনের অন্য পর্বে আলোচনার কথা থাকলেও পরে কোনো আলোচনা হয় নি। বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার পাশাপাশি বোর্ডের প্রশ্নপত্র ফাঁস, মুক্তিযুদ্ধের সম্মাননা ক্রেস্টের জালিয়াতি, উপঢৌকনের বদলে নগদ অর্থ দেওয়া সম্পর্কে চিফ হুইপের বক্তব্য, পৌর মেয়র পদে বহাল থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়া, হলফনামায় দেওয়া তথ্যের বাইরে অপ্রদর্শিত সম্পদ আহরণের অভিযোগের মত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংসদে কোনো গঠনমূলক আলোচনা হতে দেখা যায়নি। এছাড়া সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের নেতা এবং সদস্যরা নবম সংসদের বিরোধী দলের নেতা ও সদস্যদের নিয়ে বিভিন্নভাবে কটাক্ষ করে সমালোচনা করলেও স্পিকার কোনো বিষয়ের উপর রুলিং দেন নি।

প্রতিবেদন অনুযায়ী দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনে ৫১টি সংসদীয় কমিটি গঠিত হলেও প্রধান বিরোধী দলের কোনো সদস্যকে এসব কমিটির সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় নি। নবম সংসদের কয়েকজন মন্ত্রীকে দশম সংসদে একই মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির ফলে বিগত সংসদের কোনো অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপন ও তদন্তের ক্ষেত্রে তাদের ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তৈরি করেছে বলে এ সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

সংসদকে কার্যকর করতে প্রতিবেদনে ১৮ দফা সুপারিশ করা হয়। এসব সুপারিশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের অনুপস্থিত থাকার সময়সীমা কমিয়ে ৩০ কার্যদিবস করার বিধান করা; সদস্যদের স্বাধীন ও আত্মসমালোচনামূলক মতামত প্রকাশ ও ভোটদানে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা; আন্তর্জাতিক চুক্তিসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে সংসদে আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া; সংসদ অধিবেশন ও স্থায়ী কমিটির সভায় সদস্যদের উপস্থিতিসহ সংসদ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে ও সময়মত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা; সংসদীয় কমিটির সুপারিশসহ কার্যবিবরণী জনগণ তথা সরকারি ও বেসরকারি রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রসহ সকল গণমাধ্যমে সহজলভ্য করা; স্থায়ী কমিটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার একমাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এই প্রতিবেদন সম্পর্কে মন্তব্য/ আপত্তি লিখিতভাবে জানানোর বিধান প্রণয়ন; এবং সংসদীয় কমিটিতে কোনো সদস্যের অন্তর্ভুক্তির ফলে স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ পাওয়ার প্রেক্ষিতে যথাযথ অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করার পাশাপাশি উক্ত সদস্য মন্ত্রী হলেও সংশ্লিষ্ট আলোচনা বা ভোট দান থেকে তার বিরত থাকার বিধান প্রণয়ন করা।

চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউজে আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় অটোমেশনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবি

টিআইবি গত ১৪ জুলাই 'চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউজে আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় অটোমেশন: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যেখানে পণ্য আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউজের সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য অটোমেশন পদ্ধতির সম্পূর্ণ বাস্তবায়নসহ নয় দফা সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রতিবেদনের সারাংশ উপস্থাপন করেন টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মনজুর-ই-খোদা ও জুলিয়েট রোজেটি। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এম. হাফিজউদ্দিন খান, টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ও উপ-নির্বাহী পরিচালক।

প্রতিবেদনে চট্টগ্রাম বন্দর ও কাস্টম হাউজে অটোমেশন পদ্ধতির আংশিক বাস্তবায়নের ফলে কিছু অগ্রগতির উল্লেখ করা হয়। কাস্টম হাউজে ওয়েব-নির্ভর অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সংস্করণ চালুর ফলে যে কোনো স্থান থেকে অনলাইনে বিল-অফ-এন্ট্রি ও বিল-অফ-এক্সপোর্ট ফরম পূরণ, অনলাইনে ইমপোর্ট জেনারেল ম্যানিফেস্ট (আইজিএম) দাখিলের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেজিস্ট্রেশন নম্বর (C number) জেনারেট হওয়া, অনলাইনে বিল-অফ-এন্ট্রি ফরম পূরণ করার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে পণ্যের এইচএস কোড অনুযায়ী শুল্ক নির্ধারণ, এবং শুল্ক নির্ধারিত হওয়ার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে নন-কমার্শিয়াল ও রপ্তানি পণ্যের শুল্ক পরিশোধ অন্যতম। একইভাবে বন্দরে সিটিএমএস প্রকল্প চালু হওয়ায় ইন্টারনেট বা মোবাইলের মাধ্যমে টার্মিনালের বিভিন্ন ইয়ার্ডে কন্টেইনারের অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য সহজে পাওয়া যাচ্ছে।

অন্যদিকে কাস্টম হাউজ ও বন্দর উভয় প্রতিষ্ঠানেই অটোমেশন প্রক্রিয়ার আংশিক বা অসম্পূর্ণ বাস্তবায়নের কারণে এর প্রায়োগিক সফলতা নিয়ে বন্দর ব্যবহারকারী ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে অসন্তুষ্টিসহ বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ রয়েছে। কাস্টম হাউজে অটোমেশনের মাধ্যমে কাগজবিহীন অফিস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হলেও প্রতিটি ধাপে বিদ্যমান ম্যানুয়াল স্বাক্ষরের বাধ্যবাধকতা, অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কমার্শিয়াল পণ্যের শুল্কমূল্য পরিশোধ চালু না হওয়া, কাস্টম হাউজের কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত সহায়তাকারী হিসেবে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে নিয়োগকৃত ৬০-৭০ জন ব্যক্তির ('বদি আলম' নামে পরিচিত) সম্পৃক্ততা এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের প্রত্যাশা অনুযায়ী সফলতা অর্জনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে বন্দর ব্যবহারকারীদের আগ্রহ ও আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞানের ঘাটতি, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আগ্রহ ও সহযোগী মনোভাবের ঘাটতি, ইয়ার্ডের ভেতরে কন্টেইনার স্ট্রিপিং, বন্দরের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে কন্টেইনার টার্মিনাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (সিটিএমএস) এর প্রয়োজনীয় মডিউলগুলো সরবরাহ না করা বা সরবরাহকৃত মডিউল ব্যবহারের নির্দেশ না দেওয়া উল্লেখযোগ্য। চুক্তি অনুযায়ী বন্দর অটোমেশন প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না হওয়া সত্ত্বেও প্রকল্পের মূল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ বিল পরিশোধের অভিযোগ রয়েছে।

শুল্কায়ন ও পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়ের চিত্রও প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। কমার্শিয়াল পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে একটি কনসাইনমেন্টের সকল কাগজপত্র এবং প্রদত্ত তথ্য সঠিক থাকলেও শুল্কায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে প্রায় ১১টি ধাপে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে ন্যূনতম প্রায় ৩,০০০ টাকা দিতে হয়। এছাড়া জেটিতে কমার্শিয়াল পণ্যের কায়িক পরীক্ষণের জন্য ছয়টি ধাপে কন্টেইনার প্রতি গড়ে ন্যূনতম প্রায় ৪,০০০ টাকা এবং নন-কমার্শিয়াল ও জেনারেল বন্ড পণ্যের ক্ষেত্রে কন্টেইনার প্রতি গড়ে ন্যূনতম প্রায় ১,২০০ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিতে হয়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাক্কলন অনুযায়ী কাস্টম হাউজে আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে দৈনিক ন্যূনতম প্রায় ৩৬.৫ লক্ষ টাকা এবং রপ্তানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে দৈনিক ন্যূনতম প্রায় ১১ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় দৈনিক ন্যূনতম ৪৭.৫ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। অপরদিকে বন্দর হতে পণ্য ছাড়ের জন্য প্রতিটি এফসিএল বা এলসিএল কন্টেইনারে ন্যূনতম মোট প্রায় ৮০০ টাকা এবং অন-চেসিসের ক্ষেত্রে ন্যূনতম প্রায় ১,২০০ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিতে হয়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাক্কলিত হিসাব অনুসারে, প্রতিদিন বন্দরে ন্যূনতম মোট প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে আদায় করা হয়।

প্রতিবেদনটি প্রকাশের পর গত ৬ আগস্ট ২০১৪ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাথে টিআইবি'র মতবিনিময় সভায় কাস্টম হাউজগুলো থেকে 'বদি আলম'দের বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এবং সবগুলো কাস্টম হাউজে এ নির্দেশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এ নির্দেশ অনুযায়ী চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজ এবং কমলাপুর আইসিডি থেকে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বাদ দেওয়া হয়।

বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন নিশ্চিতকরণে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন গঠনের প্রস্তাব টিআইবি'র

বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন নিশ্চিতকরণে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন গঠনের প্রস্তাব করেছে টিআইবি। এছাড়া উন্নত দেশগুলোর প্রতি প্রতিশ্রুত অর্থ ছাড়ের জন্য জোটবদ্ধভাবে কূটনৈতিক তৎপরতার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে চাপ প্রয়োগের ওপর জোর দেওয়ার জন্যও টিআইবি'র পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়। ৯ জুলাই ব্র্যাক সেন্টার ইন মিলনায়তনে আয়োজিত 'বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন: প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রায়োগিক অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় এই আহ্বান জানানো হয়।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এমপি; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক জনাব মাসুদ আহমেদ। টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপারসন অ্যাডভোকেট সুলতানা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপ-নির্বাহী পরিচালক ড. সুমাইয়া খায়ের এবং সরকারি কর্মকর্তাসহ এখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও গণমাধ্যমকর্মীগণ। সভায় বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের ওপর কার্যপত্র উপস্থাপন করেন টিআইবি'র ক্লাইমেট ফিন্যান্স গভর্নেন্স প্রজেক্ট (সিএফজিপি) এর প্রকল্প সমন্বয়ক মু. জাকির হোসেন খান।

কার্যপত্রে উল্লেখ করা হয়, জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র এবং কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) ২০০৯' প্রণয়ন ও তা হালনাগাদকরণ; সরকারের জাতীয় রাজস্ব বাজেটের অর্থে 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড' (বিসিসিটিএফ) গঠন; জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়ন; বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ) গঠন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

কার্যপত্রে তহবিল ছাড়ের চিত্র তুলে বলা হয়, জুন ২০১৪ পর্যন্ত বিসিসিটিএফ তহবিলে প্রতিশ্রুত/অনুমোদিত ৩৫০.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ২৫১.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিসিসিআরএফ-এ প্রতিশ্রুত ১৮৮.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিপরীতে ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ১৪৬.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কার্যপত্রে জাতীয় অর্থায়নের তুলনায় উন্নত দেশের কম অর্থায়ন, বিসিসিটিএফ ও বিসিসিআরএফ নতুন তহবিল বরাদ্দ না করায় জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিভিত্তিক তহবিল বরাদ্দে ঘাটতি, উন্নত দেশসমূহ কর্তৃক প্রশমন বা কার্বন নিঃসরনে উল্লেখযোগ্য তহবিল বরাদ্দ না করা এবং সবুজ জলবায়ু তহবিল হতে অর্থ সংগ্রহে প্রস্তুতির ঘাটতি তহবিল ছাড়ের ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় অভিযোজন ও প্রশমন কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখার জন্য জাতীয় রাজস্ব বাজেট থেকে নিয়মিত ও প্রয়োজনীয় অর্থ বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ)-এ বরাদ্দের জন্য সরকারের প্রতিও আহ্বান জানানো হয় এই কার্যপত্রে।

অন্যদিকে সমন্বয় ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে রয়েছে বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ এর মধ্য সমন্বয়হীনতা, অভিযোজন খাতে প্রয়োজনের তুলনায় কম বরাদ্দ, তহবিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের তথ্য প্রকাশে ঘাটতি, প্রকল্প অনুমোদনে রাজনৈতিক প্রভাব, প্রকল্প নির্বাচনে স্থানীয় পর্যায়ে যথাযথ তথ্য যাচাইয়ে ঘাটতি, প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন এবং প্রকল্প এলাকা নির্বাচনে নাগরিক সমাজ, ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী এবং এনজিওর সীমিত অংশগ্রহণ, বাস্তবায়নকারী এনজিওদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতার ঘাটতি ইত্যাদি।

জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবস্থাপনায় নিরীক্ষা প্রসঙ্গে মতবিনিময় সভার বিশেষ অতিথি জনাব মাসুদ আহমেদ বলেন, "অন্যান্য প্রকল্পের মতো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলার প্রকল্পের নিরীক্ষার ক্ষেত্রেও সিএজি কার্যালয় হাই রিস্ক, হাই ভ্যালুকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তবে সব ধরনের প্রকল্পের নিরীক্ষার প্রয়োজন নেই।"

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, "প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ

থেকে সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সীমিত ও নিজস্ব সম্পদ যথেষ্ট নয়। তাই প্রতিশ্রুত অর্থ ছাড়ে সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।"

ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, সরকারের বিসিসিটিএফ গঠন জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের সদিচ্ছার দৃষ্টান্ত। এর ফলে আন্তর্জাতিক সূত্র থেকে প্রাপ্য তহবিল সংগ্রহের পথ সুগম হবে। একইসাথে তিনি বিসিসিটিএফ ও বিসিসিআরএফ উভয় তহবিলের আওতায় প্রকল্প প্রণয়ন থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর আবারো গুরুত্বারোপ করেন।

কার্যপত্রে বৈশ্বিক ও জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনা, এর কার্যকর ব্যবহার সর্বোপরি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে ৭ দফা সুপারিশ করা হয়। উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহের মধ্যে রয়েছে: জিসিএফ হতে দ্রুত তহবিল পেতে জাতীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ ও বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান নির্ধারন; জিসিএফ-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোর কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ; জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে স্বতঃপ্রণোদিত ও চাহিদাভিত্তিক তথ্য প্রকাশ নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বিসিসিআরএফ এর ব্যবস্থাপক হিসেবে বিশ্বব্যাংকের রেজিলিয়েন্স ফান্ড সংক্রান্ত তথ্য - তথ্য অধিকার আইনের আওতাভুক্তকরণ; বিসিসিএসপি'র কর্মসূচি প্রণয়ন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে এলাকা/ খাতভিত্তিক জনগোষ্ঠির ঝুঁকি বিবেচনায় তহবিল বরাদ্দে স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী অগ্রাধিকার প্রদান ইত্যাদি।

নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে টিআইবি'র প্রচারণা

গণতন্ত্র, সুশাসন ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং দুর্নীতির ঘটনা সংক্রান্ত বিষয়াবলী নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে অধিপরামর্শ মূলক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি গণমাধ্যমে প্রচারের মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টিগোচর করা টিআইবি'র নিয়মিত কাজেরই অংশ। নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে প্রচারণার অংশ হিসেবে জুলাই থেকে আগস্ট পর্যন্ত টিআইবি যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, তা সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সংসদের হাতে বিচারপতিদের অভিসংশনের ক্ষমতা অর্পণে জনমত যাচাই এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণের আহ্বান

উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের অভিসংশনের ক্ষমতা সংসদের ওপর ন্যাস্ত করার উদ্যোগের প্রেক্ষিতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এ বিষয়ে ব্যাপক-ভিত্তিক জনমত যাচাই এবং সাংবিধানিক ও আইন বিশারদ, গবেষক, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের অভিমত সংগ্রহ সাপেক্ষে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ২৩ আগস্ট ২০১৪ একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। ১৮ আগস্ট ২০১৪ মন্ত্রিসভার বৈঠকে ৭২'র সংবিধান অনুযায়ী সংসদের হাতে বিচারপতিদের অভিসংশনের ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে আরো গভীরতর ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে অভিসংশন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা অপরিহার্য বলে মনে করে টিআইবি।

বিবৃতিতে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং আদর্শ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নিরিখে তথা বিশ্বের উন্নততর গণতান্ত্রিক দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে উচ্চ আদালতের বিচারকদের অভিসংশনের ক্ষমতা সংসদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ৭২'র সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ ফিরিয়ে আনা যৌক্তিক বিবেচিত হতে পারে। তবে আইনের শাসন, ন্যায়বিচার ও গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের স্বপ্ন নিয়ে যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপনের প্রত্যাশায় ৭২ এর সংবিধান প্রণীত হয়েছিল তা যেভাবে ক্ষমতার রাজনীতির হাতে জর্জরিত হয়েছে তার ফলে সংসদের হাতে উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের অভিসংশনের ক্ষমতা এককভাবে ন্যাস্ত করা কতটুকু যৌক্তিক তা গভীরতর বিশ্লেষণের দাবি রাখে। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে ক্ষমতাহীন করা হলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কতটুকু বজায় থাকবে এবং বিচারকগণ কতটুকু স্বাধীন, দলীয় প্রভাবমুক্ত, নিরপেক্ষ ও চাপের উর্ধ্বে থেকে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারবেন, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।"

তিনি আরো বলেন, "অভিসংশন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতার জন্য একে একদিকে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে ও অন্যদিকে বিচারপতিদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ ও প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে সুনির্দিষ্ট বিধান রাখতে হবে। দেশে সুদীর্ঘকালের লালিত বিদ্বেষপূর্ণ, পারস্পরিক আস্থাহীন ও ক্ষমতা-কেন্দ্রীক রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে বিলুপ্ত করে সংসদের হাতে বিচারকদের অভিসংশনের একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রদান করা হলে বিচার ব্যবস্থায় অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবের প্রাতিষ্ঠানীকিকরণের ঝুঁকি বৃদ্ধি পাবে।"

টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক বিচারপতিদের অভিসংশন বিষয়ে জনমত যাচাই এবং আরো ব্যাপক, গভীর ও বহুমুখী আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করার আহ্বান জানান। এই লক্ষ্যে সাংবিধানিক ও আইন বিশেষজ্ঞ, সুখ্যাতি সম্পন্ন প্রাক্তন বিচারপতি, গবেষক, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে বিচারপতি অভিসংশন বিষয়ক নাগরিক উদ্যোগ অপরিহার্য বলে মনে করছে টিআইবি।

জলবায়ু তহবিল প্রদানকারী ও গ্রহণকারী উভয় পক্ষকে স্বচ্ছতার সাথে সমন্বিতভাবে আর্থিক লেনদেনের দাবি টিআইবি'র

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মূলত দায়ী এনেক্স-১ ভূক্ত দেশগুলো প্রদত্ত প্রতিশ্রুত অর্থ দ্রুত প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি জলবায়ু তহবিলের বন্টন ও ব্যবহারে সততা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকরিতা নিশ্চিত করার জন্য জলবায়ু তহবিল প্রদানকারী ও গ্রহণকারী উভয় পক্ষকে আর্থিক লেনদেনের প্রতিবেদন স্বেচ্ছায় প্রকাশ করতে হবে। এ লক্ষ্যে সব দেশ, আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নিকারী সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠান সমুহকে তহবিল সংগ্রহে এবং ছাড়ে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশসহ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের স্বার্থকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে বলে দাবি করেছে টিআইবি।

২২ সেপ্টেম্বর টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড ইফতেখারুজ্জামান এবং উপ-নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড সুমাইয়া খায়ের জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুনের বরাবরে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন নিশ্চিতে এই আহ্বান সম্বলিত একটি পত্র বাংলাদেশে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি'র কান্ট্রি ডিরেক্টর পলিন টেমেসিসের সাথে সাক্ষাত করে হস্তান্তর করেন।

এছাড়া নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন ২০১৪ এর প্রেক্ষিতে কার্বন নিঃসরন হ্রাস সংক্রান্ত কিয়োটো প্লাস পরবর্তী চুক্তি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনের জন্য উন্নত দেশসমূহ কর্তৃক প্রতিশ্রুত অর্থ ছাড় এবং জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতদের জন্য দ্রুত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ বিষয়ক দাবিসমূহ বাংলাদেশের অবস্থান নিরূপণে বিবেচনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। একই সাথে, "সরকারের বিসিসিটিএফ গঠন জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের সদিচ্ছার দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করে বিসিসিটিএফ ও বিসিসিআরএফ উভয় তহবিলের আওতায় প্রকল্প প্রণয়ন থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়।"

নতুন দু'জন তথ্য কমিশনার নিয়োগকে স্বাগত এবং ২৮ সেপ্টেম্বর তথ্য অধিকার দিবস হিসেবে সরকারি স্বীকৃতির আহ্বান

তথ্য কমিশনের সাবেক সচিব নেপাল চন্দ্র সরকার এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক খুরশীদা বেগম সাঈদকে তথ্য কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করে এবং ২৮ সেপ্টেম্বর তথ্য অধিকার দিবস হিসেবে সরকারি স্বীকৃতির আহ্বান জানিয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ এক বিবৃতি প্রকাশ করে টিআইবি।

বিবৃতিতে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "বিলম্বে হলেও সরকারের এই নিয়োগের মধ্য দিয়ে কমিশনের কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আসবে বলে আমরা আশা করি। বর্তমান সরকারের আগের মেয়াদে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়। এর বাস্তবায়নে সরকার উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আবার এ সরকারই জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে, যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান তথ্য কমিশন।"

তিনি আরো বলেন, "এই নিয়োগে সরকার যে ধরনের বিলম্ব করেছে তা কাম্য নয়। এ ধরনের বিলম্বে কমিশনের কার্যক্রমে গতিশীলতা ব্যাহত হবার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ভবিষ্যতে অন্যান্য সকল কমিশনেও শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বল্পতম সময়ের মধ্যে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে স্বচ্ছতার সাথে ও দলীয় প্রভাবের উর্ধ্বে থেকে যোগ্য ব্যক্তিদের এ ধরনের সাংবিধানিক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।"

টিআইবি একই সাথে ২৮ সেপ্টেম্বর বিশ্বব্যাপি উদযাপিত আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবসকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি এবং জাতীয়ভাবে উদযাপনের আহ্বান জানায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গত ৩১ আগস্ট এই দাবিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট টিআইবি একটি প্রস্তাব প্রেরণ করে। টিআইবি মনে করে দিবসটিকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হলে তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে যেমন সরকারি সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটবে তেমনি অন্য সকল মানবাধিকার বাস্তবায়নের চাবিকাঠি হিসেবে এই আইনের কার্যকর প্রয়োগ ত্বরান্বিত হবার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

সংসদ বিষয়ক তথ্যের উন্মুক্ততা, স্বচ্ছতা ও সহজলভ্যতা নিশ্চিতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের আহ্বান টিআইবি'র

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৫ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস ও ২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষে জাতীয় সংসদের সকল কার্যক্রমের তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে ও তথ্যপ্রযুক্তিসহ সহজে অভিগম্য পদ্ধতিতে জনগণের কাছে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকারের প্রতি আহ্বান জানায়।

এক বিবৃতিতে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "জাতীয় সংসদকে অধিকতর কার্যকর করতে, এর কার্যক্রমে জনগণের আস্থা অর্জন এবং সর্বোপরি সংসদের স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের কার্যক্রমসহ গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা গণতন্ত্র ও সুশাসনের পূর্বশর্ত। সংসদীয় কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির বহুমুখী প্রয়োগ করা হলে সংসদ বিষয়ক তথ্যে জনগণের অভিগম্যতার নিশ্চয়তা নতুন মাত্রা যোগ করবে। এর ফলে একদিকে সংসদ ও জনগণ এবং অন্যদিকে জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পারিক দূরত্ব কমিয়ে আনা সম্ভব।"

তিনি আরো বলেন, "বিশ্বজুড়ে রাষ্ট্র কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে জনআস্থার নিম্নগামী প্রবণতার পটভূমিতে সংসদ ও সংসদ সদস্যদেরকে জনগণের সাথে সেতুবন্ধন তৈরিতে পৃথিবীর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে ইতোমধ্যে প্রযুক্তি-নির্ভর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ ধরনের তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারকারী সংসদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের পিছিয়ে থাকার কোনো যুক্তি নেই। তুলনামূলকভাবে স্বল্প খরচে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সংসদীয় কার্যক্রম জনগণের কাছে পৌঁছানো সম্ভব।"

জনগণকে সংসদ বিষয়ক ও সংসদ কর্তৃক উৎসারিত সকল তথ্যের মালিক অভিহিত করে ড. জামান তথ্যের উন্মুক্ততা প্রতিষ্ঠায় ২০০৯ সালের তথ্য অধিকার আইনের আলোকে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। টিআইবি মনে করে সরকারের অনুমোদিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আওতাভুক্ত অন্যতম প্রতিষ্ঠান জাতীয় সংসদে উন্নততর স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা বিতর্কের উর্ধ্বে।

জলবায়ু তহবিল ব্যবহারে সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে টিআইবি ও একশনএইড এর আহ্বান

একশনএইড বাংলাদেশ ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এনেক্স-১ ভুক্ত দেশসমূহ কর্তৃক প্রতিশ্রুত অর্থ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে 'নতুন' ও 'অতিরিক্ত' তহবিল হিসেবে প্রদান, জলবায়ু তহবিল ব্যবহারে সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রকল্প বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণে সুশীল সমাজসহ জনগণের অংশগ্রহণ বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আহ্বান জানায়। জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনের প্রাক্কালে টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় গঠিত ইয়ুথ এনগেইজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) এবং একশনএইড এর অনুপ্রেরণায় গঠিত তরুণদের সংগঠন অ্যাক্টিভিস্তা এর আয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি'র সম্মুখে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সকাল ১১টায় আয়োজিত যৌথভাবে আয়োজিত এক মানববন্ধন কর্মসূচিতে এই আহ্বান জানানো হয়।

স্বার্থকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে।"

উল্লেখ্য, দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ৭টি জেলা যথাক্রমে খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী এবং বরগুনাতে টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) এর আয়োজনে একই দাবিতে মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

মানববন্ধনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড সহিদ আকতার হুসাইন।

ইতোপূর্বে ২২ সেপ্টেম্বর টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড ইফতেখারুজ্জামান এবং উপ-নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড সুমাইয়া খায়ের জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুনের বরাবরে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন নিশ্চিতে একই আহ্বান সম্বলিত একটি পত্র বাংলাদেশে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি'র কান্ট্রি ডিরেক্টর পলিন টেমেসিসের সাথে সাক্ষাৎ করে হস্তান্তর করেন। এর সমর্থনে জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে ক্ষতির শিকার উপকূলীয় অঞ্চলের জনসাধারণের পক্ষে প্রায় ৫ হাজার তরুণের স্বাক্ষর যুক্ত করা হয়। দেশের ৪৫টি অঞ্চলে বিদ্যমান সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) এর মাধ্যমে ও ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) এর সহযোগিতায় এই স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন ২০১৪ এর প্রেক্ষিতে কার্বন নিঃসরন হ্রাস সংক্রান্ত কিয়োটো প্লাস পরবর্তী চুক্তি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনের জন্য উন্নত দেশসমূহ কর্তৃক প্রতিশ্রুত অর্থ ছাড় এবং জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতদের জন্য দ্রুত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ বিষয়ক দাবিসমূহ বাংলাদেশের অবস্থান নিরূপণে বিবেচনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ড ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মূলত দায়ী এনেক্স-১ ভূক্ত দেশগুলো প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে। পাশাপাশি জলবায়ু তহবিলের বন্টন ও ব্যবহারে সততা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকরিতা নিশ্চিত করার জন্য জলবায়ু তহবিল প্রদানকারী ও গ্রহণকারী উভয় পক্ষকে আর্থিক লেনদেনের প্রতিবেদন সেচ্ছায় প্রকাশ করা জরুরি। এ লক্ষ্যে সব দেশ, আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নিকারী সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠান সমুহকে তহবিল সংগ্রহে এবং ছাড়ে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশসহ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের

দুদক আইনে প্রস্তাবিত সংশোধনের ফলে দুদকের ক্ষমতা খর্ব হবার সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন টিআইবি

দুদকের পাশাপাশি পুলিশকে অর্থ পাচার ও দুর্নীতির তদন্তের ক্ষমতা দিয়ে দুদক আইন ২০১৩ এর সংশোধনে সরকারের সাম্প্রতিক উদ্যোগের ব্যাপারে গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) উদ্বেগ প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও বিশেষজ্ঞদের সাথে পর্যাপ্ত পরামর্শ সাপেক্ষে দুদক আইনে এধরনের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

এক বিবৃতিতে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "গত বছরের নভেম্বরে দুদক আইনের সংশোধনীতে দুর্নীতির অপরাধের তফসিল পরিবর্তিত হওয়ায় মানিলন্ডারিং এর সাথে প্রতারণা, চাঁদাবাজি ও অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসাসহ বিভিন্ন অপরাধের মামলা পরিচালনা ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে দুদকের ওপর একদিকে অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় বোঝা অর্পিত হয়েছে, অন্যদিকে মানুষ অপরাধের প্রতিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে এই যুক্তিতে বা অন্য যে কারণেই হোক পুলিশের হাতে অর্থ পাচার ও দুর্নীতির তদন্তের এখতিয়ার অর্পিত হলে দুদকের মূল দায়িত্বে পুলিশের অনুপ্রবেশের মাধ্যমে স্বার্থের দ্বন্দ্বসহ দুদকের কাজে জটিলতা বাড়বে, স্থবিরতা সৃষ্টি হবে; দুদক আরো অকার্যকরতার ঝুঁকির সম্মুখীন হবে- জনমনে এরূপ নানা উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।"

বিবৃতিতে দুদক আইনে কোন প্রকার সংশোধনী আনার ক্ষেত্রে দুদকসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও বিশেষজ্ঞদের সাথে পরিপূর্ণ আলোচনা না করে অগ্রসর না হবার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

জনগণের মুখোমুখি হলেন ইউপি চেয়ারম্যান: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহিতার চর্চা

'ইউনিয়ন পরিষদের কাজে চাই স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং নাগরিকদের কার্যকর অংশগ্রহণ' এই শ্লোগান নিয়ে সনাক, গাজীপুরের উদ্যোগে ১৯ জুলাই ২০১৪ বাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের বাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট ও উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে জনগণের মুখোমুখি হন ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃপক্ষ। সনাক সভাপতি অধ্যাপক মো. আয়েশ উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং মুকুল কুমার মল্লিকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে গাজীপুরের বাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. হাবিবুর রহমান খান ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের পরিষদের বাজেট ও কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করেন। তিনি মোট ২,০১,৪৬,০৯৭ টাকার বাজেট ঘোষণা করে এলাকাবাসীর সহযোগিতা নিয়ে পরিষদের এখতিয়ারভুক্ত সকল বিষয়ে দ্রুততার সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানান। তিনি এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য সনাক এবং টিআইবি'র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, ইউনিয়ন পরিষদের যে কোন ধরনের উন্নয়ন বরাদ্দ বা প্রকল্পের অর্থ ছাড় পেতে অনেক সময় বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হয়; যা ইউনিয়ন পরিষদের কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়। তিনি এ ব্যাপারে সনাক তথা টিআইবি'র কার্যকর উদ্যোগ কামনা করেন। কর্মসূচিতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সনাক সহ-সভাপতি প্রফেসর এম. এ. বারী এবং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্বে

পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যবৃন্দ উপস্থিত জনগণের এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত জনগণ স্থানীয় সরকার প্রশাসনকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে সনাক ও টিআইবি'র এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং এ ধরনের কর্মসূচির ফলে জনগণের সামনে জনপ্রতিনিধিদের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে বলে মন্তব্য করেন।

বরিশাল জেনারেল হাসপাতালে সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের অঙ্গীকার

সনাক, বরিশালের উদ্যোগে ৩১ আগস্ট ২০১৪ বরিশাল জেনারেল হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির সভাকক্ষে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে সনাক, বরিশালের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সনাক-এর স্বাস্থ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য শুভংকর চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সনাক-এর পক্ষ থেকে জেনারেল হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন টিআইবি'র প্রতিনিধি। সভায় হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সেবা নিতে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান, ঔষধ কোম্পানী ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের প্রতিনিধিদের দৌরাত্ম্য, ডায়রিয়া ওয়ার্ডে নারী রোগীদের পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা না থাকা, হাসপাতালে নৈশ প্রহরীর ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়। এছাড়া আলোচনায় বক্তারা হাসপাতালের অন্তর্বিভাগের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি এবং পরিচ্ছন্নতা কর্মীর পদ বাড়ানো ও বিদ্যমান কর্মীদের আরো সক্রিয় করার দাবি জানান। সভায় হাসপাতালের আবাসিক স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মো. দেলোয়ার হোসেন বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সর্বোচ্চ মানের সেবা প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তিনি বিরাজমান সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন ও সমাধানে যথাসাধ্য উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলেও জানান। এছাড়াও তিনি সনাক বরিশাল কর্তৃক আয়োজিত হাসপাতাল বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমকে স্বাগত জানান ও সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে সনাক সভাপতি প্রফেসর এম মোয়াজ্জেম হোসেন, সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ গাজী জাহিদ হোসেন, ডেন্টাল সার্জন ডা. এম. এম. গোলাম মোস্তফা, স্বজন সমন্বয়ক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, সমাজসেবা অফিসার মো. জাহান কবির, উপ-সেবা তত্ত্বাবধায়ক শেফালী বেগম, সনাক-এর স্বাস্থ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য ডা. সৈয়দ হাবিবুর রহমান, বিধান সরকার, টিআইবি'র কর্মকর্তাসহ হাসপাতালের বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারী, সনাক এবং ইয়েস সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে উপজেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিনিময় সভা

সনাক, ময়মনসিংহ সদরের উদ্যোগে ২৮ আগস্ট ২০১৪ সদর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সনাক সদস্য ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় চরনিলক্ষীয়া ইউনিয়নের চরপুলিয়ামারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ইতিবাচক অগ্রগতি, বিরাজমান সমস্যা ও সমাধানে করণীয় নিয়ে আলোচনা হয়। উপজেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের পক্ষে সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মেরিনা সুলতানা ও মমতাজ বেগম সভায় উপস্থিত ছিলেন। যথাক্রমে সনাক সদস্য ফেরদৌস আরা মাহমুদা হেলেন, মীর গোলাম মোস্তফা এবং টিআইবি'র প্রতিনিধি সনাক-টিআইবি'র শিক্ষা কার্যক্রম সভায় তুলে ধরেন।

তাঁরা বলেন, সনাক বিদ্যালয়টিতে শিক্ষার মানোন্নয়নে বিশেষত মা, শিক্ষক, এসএমসি, অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী ও নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বেইজলাইন জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে ইতোমধ্যেই সনাক বিদ্যালয়ে বিরাজমান সমস্যা চিহ্নিত করেছে এবং তা সমাধানে সংশ্লিষ্টদের সাথে অ্যাডভোকেসি সভাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। তাঁরা স্কুলের অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের উদ্যোগগুলো তুলে ধরে বলেন, শিক্ষা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এক লক্ষ টাকায় জরাজীর্ণ বিদ্যালয় ভবনের চালসহ চেয়ার, টেবিল মেরামত ও সংস্কার কাজ ভালভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয়দের উদ্যোগে শিশু শ্রেণির কক্ষ ও শহীদ মিনার নির্মিত হয়েছে। এছাড়া বিদ্যালয়ে ক্লাস চলার সময়ে বিদ্যালয় মাঠে ফুটবল খেলা বন্ধ হয়েছে। অপরদিকে বিরাজমান সমস্যা নিয়ে আলোচনায় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য খেলার উপকরণের অভাব, বিদ্যালয় ভবনে স্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা না থাকা, পুরাতন ভবনের শ্রেণিকক্ষের দরজা-জানালা ভাঙ্গা ইত্যাদি বিষয় উঠে আসে। সভায় দ্রুত এসএমসি'র পূর্ণ কমিটি গঠন, শিক্ষকদের যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকা, প্রয়োজন অনুসারে শ্রেণিতে অবস্থান করা, শিক্ষার্থীরা ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে তাদের বিষয়ে খোঁজ নেয়া, বিদ্যালয় চলাকালীন স্থানীয়দের সকল প্রকার খেলাধুলা বন্ধে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার জন্য সনাক'র পক্ষ থেকে শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়। সনাক কার্যক্রমের প্রশংসা করে সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাবৃন্দ আগামীতেও তাদের পক্ষ থেকে সনাক ও টিআইবি'র কার্মকাণ্ডে সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে জানান।

'জানবো জানাবো, দুর্নীতি রুখবো' দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উদ্‌যাপন

সনাক-এর উদ্যোগে স্বজন, ইয়েস ও ইয়েস ফ্রেন্ডস্ গ্রুপের সহযোগিতায় ৪৫টি সনাক এলাকায় 'জানবো জানাবো, দুর্নীতি রুখবো' এই শ্লোগান নিয়ে ২৮ সেপ্টেম্বর তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবা সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে তথ্যমেলাসহ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৪ উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী তথ্যমেলার আয়োজন ছাড়াও উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল র‍্যালি, সেমিনার, আলোচনা সভা, পথনাটকসহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম, ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক পরিচালনা ইত্যাদি। এছাড়াও ইয়েস গ্রুপের সদস্যরা মেলায় আগ্রহী দর্শনার্থীদেরকে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন, আপীল আবেদন এবং তথ্য না পেলে অভিযোগ দায়ের করার কৌশল হাতে কলমে শেখায়। মেলায় আগত দর্শনার্থীদের স্টল থেকে বিনামূল্যে বিভিন্ন প্রকার তথ্য ও পরামর্শ প্রদানসহ দুর্নীতিবিরোধী প্রচারণামূলক বিভিন্ন লিফলেট, স্টিকার এবং তথ্যপত্র প্রদান করা হয়। তথ্যমেলাসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক, বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি করপোরেশন মেয়র, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সাধারণ জনগণ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও দিবসটির বিভিন্ন কর্মসূচিতে টিআইবি'র বিভিন্ন বিভাগের পরিচালক যথাক্রমে উমা চৌধুরী, এস. এম. রিজওয়ান-উল-আলম এবং মোহাম্মদ রফিকুল হাসানসহ টিআইবি'র বিভিন্ন বিভাগ ও ইউনিটের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, তথ্য জানার অধিকার সকল জনগণের আইনগত অধিকার। কিন্তু উক্ত আইন সম্পর্কে জনগণ এখনও পুরোপুরি সচেতন নয়। যার ফলে জনগণ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে গিয়ে তথ্যের অভাবে নানাভাবে দুর্নীতির শিকার হয়। তাই জনগণকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আরও বেশি জানতে হবে এবং তা প্রয়োগে সক্রিয় হতে হবে। তাঁরা আরও বলেন, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য অধিকার আইনটির প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে আরও বেশি সক্ষমতা অর্জনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক অফিসে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা থাকার কথা আইনে উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে পাওয়া যায় না। এটি দ্রুত বাস্তবায়নে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই জনগণ তথ্য অধিকার আইন এর সুফল

পাবে এবং দুর্নীতির হাত থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রকে বাঁচানো সম্ভব হবে। বক্তারা আরও বলেন, তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়ন করা গেলে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা বাড়বে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সহজতর হবে এবং দুর্নীতি হ্রাস পাবে।

জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন নিশ্চিতকরণের আহ্বান জানিয়ে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে মানববন্ধন

জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন-২০১৪ উপলক্ষে বাংলাদেশে যথাযথ ক্ষতিপূরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রদেয় অর্থায়নে স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার দাবিতে সনাক, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, বরগুনা, সাতক্ষীরা, খুলনা, পিরোজপুর-এর উদ্যোগে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪ এবং সনাক, বরিশালের উদ্যোগে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ এক মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে এনেক্স-১ ভুক্ত দেশসমূহ কর্তৃক প্রতিশ্রুত অর্থ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে 'নতুন' ও 'অতিরিক্ত' তহবিল হিসেবে প্রদান, জলবায়ু তহবিল ব্যবহারে সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রকল্প বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন

ও পরিবীক্ষণে সুশীল সমাজসহ জনগণের অংশগ্রহণ বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়। মানববন্ধনে বক্তারা জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন এবং টেকসই উন্নয়নে জনসম্পৃক্ততার পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। এছাড়া তাঁরা জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন এবং টেকসই প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন, তহবিল বণ্টন এবং বাস্তবায়নে নাগরিক সমাজ বিশেষ করে আক্রান্ত এলাকার জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা আরও বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী না হয়েও সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম বাংলাদেশ। তাই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ন্যায্যতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল প্রাপ্তির নিশ্চয়তা এবং প্রাপ্ত তহবিল খরচে স্বচ্ছতা ও জাবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। মানববন্ধনে সনাক ও ইয়েস, স্বজন, ইয়েস ফ্রেন্ডস সদস্য ছাড়াও সাংবাদিক, বিভিন্ন পেশাজীবী, এনজিও প্রতিনিধি ও সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ উপস্থিত থেকে সংহতি প্রকাশ করেন।

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন শিক্ষা খাতে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা

'টেকসই উন্নয়নের মূল কথা সাক্ষরতা আর দক্ষতা' এই শ্লোগান নিয়ে বিভিন্ন সনাক এর উদ্যোগে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল র‍্যালি, আলোচনা সভা, সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণ ইত্যাদি। দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি মানুষ, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও সমাজের কাছে সাক্ষরতার গুরুত্ব তুলে ধরা। বক্তারা সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানকে এ কাজে আরো ভূমিকা রাখার অনুরোধ করেন। এখনো যারা স্বাক্ষর জ্ঞান অর্জন করেনি তাদের মাঝেও এই দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করতে যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। বক্তারা দেশের উন্নয়ন ও সমাজ পরিবর্তনে শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে ছাত্র-ছাত্রীদের আলোকিত মানুষ হবার আহ্বান জানান। তাঁরা আরও বলেন, সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন শিক্ষা খাতে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ। বক্তারা দুর্নীতিমুক্ত দেশ গঠনে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানান।

টিআইবি'র কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) এর নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রতিনিধি দল

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) নেতৃত্ব উন্নয়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে একটি প্রতিনিধি দল টিআইবি এবং সনাক-এর দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে কীভাবে নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে বিশেষ করে তরুণ সমাজ কীভাবে যুক্ত হচ্ছে এবং নেতৃত্ব দিচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করা এবং তা থেকে শিক্ষা নেওয়া। প্রতিনিধি দলটি ২৩ আগস্ট পটিয়া, ২৪ আগস্ট কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ২৭-২৮ আগস্ট শ্রীমঙ্গল ও সিলেটে সনাক-এর বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। টিআই-এর নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক পরামর্শক রিচার্ড কেম্প এর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে ছিলেন টিআই জার্মানীর নির্বাহী পরিচালক খ্রীস্টিয়ান হামবর্গ, টিআই জর্জিয়ার নির্বাহী পরিচালক ইকা গিগাওরি, টিআই রুয়ান্ডার নির্বাহী পরিচালক এপোলিনেয়ার মুপিগানি, ফিল্ম প্রজেক্ট-জর্জিয়ার টিমুর অভিচিভ। এছাড়া প্রতিনিধি দলে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন টিআইবি'র উপ-নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, সিভিক এনগেজমেন্ট ডিভিশনের পরিচালক উমা চৌধুরীসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা মা সমাবেশ, দুর্নীতিবিরোধী নাটক, বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিনিময় সভা ইত্যাদি কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। তাঁরা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে কথা বলেন এবং দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে টিআইবি ও সনাক-এর ভূমিকা বিষয়ে নানা ধরনের তথ্য জানতে চান। টিআই প্রতিনিধিরা নিজ নিজ দেশের দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করেন। এছাড়াও তাঁরা তরুণদের নেতৃত্বের বিকাশ এবং দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে তাদের ভূমিকার প্রশংসা করেন। কর্মসূচিগুলোতে সনাক, স্বজন, ইয়েস, ইয়েস ফ্রেন্ডস সদস্য এবং টিআইবি কর্মকর্তারাও অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিনিধি দলের সদস্যরা মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে টিআইবি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, টিআইবি'র কার্যক্রম পরিদর্শনের ওপর একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি তৈরি করা হবে যা অন্যান্য টিআই চ্যাপ্টারে প্রদর্শনের জন্য পাঠানো হবে। সভায় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বাংলাদেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত সামাজিক আন্দোলনের বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং এই অভিজ্ঞতা নিজেদের দেশে কাজে লাগাবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে সভায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান

সনাক, নীলফামারী: সনাক, নীলফামারীর উদ্যোগে ১১ আগস্ট ২০১৪ 'বাংলাদেশে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন : স্থানীয় পর্যায়ে করণীয়' শীর্ষক মতবিনিময় সভা নীলফামারীর স্থানীয় ডায়াবেটিক সমিতি হাসপাতাল সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সনাক সভাপতি অধ্যাপক নরেশ চন্দ্র রায় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান দুর্নীতিকে উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায় হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় সুশাসন নিশ্চিত করা হলে জাতীয় প্রবৃদ্ধি, মানব উন্নয়ন সূচক, দারিদ্র বিমোচন সূচকসহ শিক্ষা, শিশুমৃত্যু, মাতৃমৃত্যু ইত্যাদি ক্ষেত্রে আরও উন্নয়ন করা সম্ভব হতো। তিনি বলেন, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য আমরা এখন দুর্নীতির কারণে সাধারণ মানুষের করুণ মৃত্যু লক্ষ্য করছি। এক্ষেত্রে তিনি রানা প্লাজার উদাহরণ দিয়ে বলেন, রানা প্লাজার জমি, ভবন নির্মাণসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে এবং একইভাবে দুর্নীতির মাধ্যমে পোষাক রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন বিজিএমইএ ভবনও নির্মিত হয়েছে। দুর্নীতিবাজদের আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো এবং শাস্তি নিশ্চিত করা না হলে দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব নয় উল্লেখ করে নির্বাহী পরিচালক আরও বলেন, টিআইবি এবং তার অনুপ্রেরণায় গঠিত সনাকসমূহ অব্যাহতভাবে দুর্নীতি রোধ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। তিনি এই কার্যক্রমে স্থানীয়ভাবে সর্বস্তরের নাগরিকদের সম্পৃক্ততার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে সাবেক সাংসদ আহসান আহমেদ বলেন, দেশের সকল জেলায় এল আর (লোকাল রিসোর্স) ফান্ডের টাকা কীভাবে খরচ হয় তা সকলকে জানানোর মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অন্যানের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক সাংসদ এন. কে. আলম চৌধুরী, সিভিল সার্জন ডা. স্নেহকান্তি চাকমা, সহকারী পুলিশ সুপার শফিউল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সাবেত আলীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং জেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ। সভায় বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক এবং সনাক সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সনাক, গাইবান্ধা : সনাক, গাইবান্ধার উদ্যোগে ১২ আগস্ট ২০১৪ গাইবান্ধা পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে 'বাংলাদেশে দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন : স্থানীয় পর্যায়ে করণীয়' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সনাক সভাপতি অধ্যাপক মাজহারউল মান্নান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মো. এহছানে এলাহী এবং মুখ্য আলোচক ছিলেন টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান। সভাটি পরিচালনা করেন সনাক সহ-সভাপতি অধ্যাপক জহুরুল কাইয়ুম। ড. ইফতেখারুজ্জামান গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রায় সুশাসন ও দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন শীর্ষক উপস্থাপনায় বলেন, মহান স্বাধানীতা অর্জনের পরবর্তী সময়ে আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র দূরীকরণ, মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হ্রাসসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হলেও বেশির ভাগ মানুষ এই উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে পারছে না দুর্নীতি তথা সুশাসনের অভাবে। তিনি আরও বলেন, দুর্নীতি প্রতিরোধে চাই রাজনৈতিক স্বদিচ্ছা ও তার যথাযথ প্রয়োগ, দুর্নীতিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং শাস্তি কার্যকর করা। তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সকলকে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। প্রধান অতিথি মো. এহছানে এলাহী বলেন, দুর্নীতি প্রতিরোধে প্রয়োজন রাজনৈতিক দল, প্রশাসন এবং জনগণের যৌথ প্রয়াস। তিনি দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য জনগণের সচেতনতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সনাক সভাপতি সনাক বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ওপর আলোকপাত করেন এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। মুক্ত আলোচনা পর্বে অতিথিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ড. ইফতেখারুজ্জামান। আলোচনা সভায় আরও অংগ্রহণ করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. মোশাররফ হোসেন, গাইবান্ধা পৌরসভার মেয়র মো. শামছুল আলমসহ সিভিল সার্জন এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। এছাড়া সভায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক, শিক্ষক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, উন্নয়নকর্মী, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, সনাক, স্বজন, ইয়েস ও ইয়েস ফ্রেন্ডস গ্রুপের সদস্যসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

'বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন ও পানি সম্পদ খাতে শুদ্ধাচার চর্চা' বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

টিআইবি'র উদ্যোগে 'বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন ও পানি সম্পদ খাতে শুদ্ধাচার চর্চা' বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি ১৫, ১৬ এবং ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ যথাক্রমে বাগেরহাট, সাতক্ষীরা এবং খুলনায় অনুষ্ঠিত হয়। টিআইবি'র অন্যান্য খাতে পরিচালিত সনাক-ইয়েস এর বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন বিষয়টি সম্পৃক্ত করে কার্যক্রম কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায় এই লক্ষ্যে ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়। ওরিয়েন্টেশনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের উপকূলীয় এলাকাসমূহে জলবায়ু পরিবর্তন এবং এ খাতে অর্থায়নে সততা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ক্ষতিগ্রস্তদের করণীয় বিষয়ক ধারণা প্রদানের পাশাপাশি বাংলাদেশে পানি সম্পদ খাতের শুদ্ধাচার চর্চা বিষয়ক ধারণা প্রদান করা হয়। ওরিয়েন্টেশনে বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রায়োগিক অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা বিষয়ক আলোচনায় জলবায়ু অর্থায়ন খাতে সুশাসন নিশ্চিতে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী কীভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে তা তুলে ধরা হয়। উপকূলীয় জেলাগুলোতে টিআইবি'র অনুপ্রেরণায় গঠিত সনাক, স্বজন, ইয়েস, ইয়েস ফ্রেন্ডস এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে দুই পর্বে এ ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশন পরিচালনা করেন টিআইবি'র প্রতিনিধিবৃন্দ। অরিয়েন্টেশনে আলোচকবৃন্দ বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন এবং পানি সম্পদ খাতে শুদ্ধাচার চর্চার বিভিন্ন দিক তুলে ধরার পাশাপাশি টিআইবি'র ভবিষ্যত কার্যক্রম সম্বন্ধে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে কার্যকর সুরক্ষা প্রদানে নাগরিকদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ইয়েস সদস্যদের উদ্যোগে স্বাক্ষরতাদান কর্মসূচি

'টেকসই উন্নয়নের মূলকথা, সাক্ষরতা আর দক্ষতা' এই শ্লোগান নিয়ে ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-২০১৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সনাক, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ইয়েস সদস্যদের উদ্যোগে ৪-৮ সেপ্টেম্বর পাঁচ দিনব্যাপী সদর উপজেলার সুহিলপুর ইউনিয়নের কাশিনগর (ঋষি পাড়া) গ্রামে স্বাক্ষরতা দান কর্মসূচি, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণের আয়োজন করা হয়। স্বাক্ষরতা দান কর্মসূচিতে ১৫ থেকে ৫০ বছর বয়সী ২১ জন নারী ও একজন পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। মাত্র পাঁচ দিনের নিরলস প্রচেষ্টায় এখন সরস্বতী, মায়ারানী, শ্রীমতি, সাহারানী, কমলা, ফুলেশ্বরী সকলে নিজেদের নাম লিখতে পেরে আনন্দে আত্মহারা। ইয়েস দলনেতা সাব্বির আহমেদ-এর সঞ্চালনায় পাঁচ দিনব্যাপী কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কাশিনগর গ্রামের সর্দার অধীরমণি ঋষি। অনুভূতি প্রকাশ করে মন্‌জুরানী, লিলু, সরস্বতী, জোসনা ও পরশুরাম বলেন, এখন ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তি, ব্যাংকে একাউন্ট খোলা ও সমিতির টাকা তুলতে আর টিপসই দিতে হবে না। তাঁরা নিজেদের নাম লিখতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সনাক সহ-সভাপতি জেসমিন খানম, সনাক সদস্য মোহাম্মদ আরজু, সর্দার হারাধন ঋষি, শুকুমারী, ইয়েস সদস্য মোস্তাকিম, নার্গিস ও শামীমা আক্তার সামী। সভা শেষে স্বাক্ষরতা দান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উৎসাহমূলক পুরস্কার ও টিআইবি'র বর্ণমালায় নীতিকথা বই বিতরণ করা হয়।

এসডিসি প্রতিনিধি দলের সনাক-খুলনা পরিদর্শন

সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অফ কো-অপারেশন (এসডিসি) প্রতিনিধি দল ২০ আগস্ট ২০১৪ সনাক, খুলনা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় প্রতিনিধি দলটি সনাক, খুলনার সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন। সভায় প্রতিনিধি দল সনাক-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর বিস্তারিত জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সনাক-ইয়েস কার্যক্রমের ফলে অর্জিত সাফল্যগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। সনাক সভাপতি বেগম ফেরদৌসী আলী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন এসডিসি'র দ্রেক জর্জ, ফজলে রাজিক, সোহেল ইবনে আলী, সনাক সহ-সভাপতি শেখ আব্দুল কাইয়ুম, রোজী রহমান, সদস্য অধ্যাপক আনোয়ারুল কাদির, প্রফেসর মোহাম্মদ জাফর ইমাম, শামীমা সুলতানা শীলু, অধ্যক্ষ এম. এ. কাইয়ুম, ইঞ্জিনিয়ার আজাদুল হক, মনোয়ারা বেগমসহ ইয়েস সদস্য ও টিআইবি'র কর্মকর্তাবৃন্দ। মতবিনিময় সভায় সনাক গঠন প্রক্রিয়া, সনাক, স্বজন, ইয়েস সদস্য অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়া, সনাক ও ইয়েস কার্যক্রম, সনাক নীতিমালা, সনাক-এর জাতীয় পর্যায়ের সম্মেলন, সনাক কার্যক্রমের সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রতিনিধি দল সনাক-এর কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন, যা আগামী দিনে সনাক কার্যক্রমের মাধ্যমে ফলপ্রসূ পরিবর্তন আনয়নে ভূমিকা রাখবে।

সাহায্য নয়, চাই পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি
ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে উপকূলীয় এলাকার ক্ষতিগ্রস্তরা

আমার খাবারের নিরাপত্তা ছিলো এখন নাই, পানির প্রয়োজন বিশুদ্ধ পানি নাই, নদীতে মাছ ছিলো মাছ নাই, সুন্দর বনে মাছ ধরতে ব্যবহার করা হচ্ছে বিষ, পেশার পরিবর্তন হচ্ছে, আমার কি করার আছে? আমাদের ক্ষতি হচ্ছে অনেক আর সাহায্য পাচ্ছি কম, আমরা সাহায্য চাইনা চাই পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি যা আমাকে জলবায়ু পরিবর্তনেও টিকে থাকতে সহায়তা করবে, এমনই দাবিই করেন সনাক সদস্য শেখ শামীম হাসান। উপকূলীয় জেলা খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরায় যথাক্রমে ১৫-১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত "বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে সু-শাসন ও পানি সম্পদখাতে শুদ্ধাচার" শীর্ষক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে তিনি জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষে এ দাবি করেন।

উপকূলীয় এলাকার জনসাধারণকে জলবায়ু অভিযোজন ও প্রশমন সংক্রান্ত প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত এবং সচেতন করার লক্ষে ধারাবাহিকভাবে টিআইবি স্থানীয় সনাকের মাধ্যমে এই ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন করছে। ধারাবাহিক এই কার্যক্রমেরই অংশ হিসেবে গত ১৫-১৭ সেপ্টেম্বর বরিশাল, বরগুনা ও পটুয়াখালীতে বাংলাদেশে "জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চ্যালেঞ্জ" শীর্ষক আরো তিনটি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।

ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে সংঘটিত জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব, জলবায়ু অর্থায়ন প্রক্রিয়া এবং জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত ও বিরাজমান প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের উপায় সমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সনাক ও স্বজন সদস্যদের এবং ইয়েস, ইয়েস ফ্রেন্ডস ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য দুটি আলাদা পর্বে বিভক্ত ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বাংলাদেশের জলবায়ু তহবিল সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থার সার্বিক অবস্থা ও প্রতিবন্ধকতা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারি ও এনজিও সমূহের অব্যবস্থাপনার বিভিন্ন চিত্র ও আমাদের করনীয় বিষয়ক উপস্থাপনা করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশে পানি সম্পদখাতে বিরাজমান সার্বিক অবস্থা ও শুদ্ধাচার বিষয়ক উপস্থাপনাতেও এখাতে দুর্নীতি এবং করনীয় বিষয়গুলো উপস্থাপিত হয়।

উপস্থাপনাপর্ব শেষে অংশগ্রহনকারীরা স্বত:স্ফুর্তভাবে প্রশ্নোত্তরপর্বে অংশগ্রহণ করেন এবং জলবায়ু তহবিলের স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ও পানি সম্পদখাতে করণীয় সম্মন্ধে জানতে চান । প্রোগ্রামে তারা এবং তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন এবং এধরনের কাজে তাদের সম্পৃক্ত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। টিআইবি'র পক্ষ থেকে উপরোক্ত বিষয় সমন্ধে বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদানের জন্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মু. জাকির হোসেন খান, সিনিয়র ম্যানেজার, জলবায়ু অর্থায়ন সুশাসন, সঞ্জীব বিশ্বাস সঞ্জয়, সমন্বয়ক, বাংলাদেশ ওয়াটার ইন্ট্রিগ্রিটি নেটওয়ার্ক, হাসান আলী এবং রিয়াজ উদ্দিন খান, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, সিভিক ইনগেজমেন্ট। এছাড়া সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সনাক সভাপতিবৃন্দ এই ওরিয়েন্টশন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এ পর্যন্ত ছয় জেলায় অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রামে ছয় শতাধিক অংশগ্রগণকারী উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা ইয়েস এর দিনব্যাপি তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রচারাভিযান

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১৪ উপলক্ষে ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে গঠিত ১৪টি ইয়েস গ্রুপ ২৫ সেপ্টেম্বর দিনব্যাপি তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে জনসচেতনতামূলক প্রচারাভিযান পরিচালনা করে। কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, কলাভবন, ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তন, শাহবাগ মোড়, এনেক্স ভবন এবং কার্জন হল প্রাঙ্গণে প্রায় ১৫'শ শিক্ষার্থী, কর্মচারি ও সাধারণ মানুষকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণা প্রদান করাসহ তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর সার-সংক্ষেপ ও এ সম্পর্কিত লিফলেট বিতরণ করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষকে জানানো, আইনের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে তথ্য প্রদানে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি, আইনটির পরিচিত বাড়ানো এবং জনগণকে তথ্য পাওয়ার জন্য আইন ব্যবহারে উৎসাহিত করাই এ ছিল এ প্রচারণার মূল উদ্দেশ্য। আমাদের দেশে এখনও অনেকেই জানে না তথ্য অধিকার আইন নামে একটি আইন আছে। একইসাথে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে কিভাবে নিজেদের অধিকার আদায় করা যায় তাও তারা জানে না। এই আইন সম্পর্কে তরুণদের সচেতন করতে এবং আইন ব্যবহারে উৎসাহিত করতেই মূলত ঢাকা ইয়েস কর্তৃক এই তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রচারণা। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের চাহিদা তৈরির পাশাপাশি নিজেদের অধিকার আদায়ে উদ্বুদ্ধ করাই মূলত ইয়েস সদস্যদের সময়োপযোগী এই উদ্যোগ।

উল্লেখ্য, টিআইবি'র সহযোগিতায় গঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইয়েস গ্রুপগুলো ২০০৮ সালের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে - ইভ টিজিং, ট্রাফিক সচেতনতা, মাদক এবং দুর্নীতিবিরোধী সমাজ গঠনে তরুণদের উৎসাহিত করতে সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম সাফল্যের সাথে পরিচালনা করে আসছে।

রোকেয়া হলে কুইজ প্রতিযোগিতা ও তথ্য অধিকার ক্যাম্পেইন

১০ সেপ্টেম্বর ইয়েস গ্রুপ রোকেয়া হল এর উদ্যোগে একই হলের ছাত্রীদের জন্য একটি দুর্নীতিবিরোধী কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। একইসাথে ঢাকা ইয়েস-১ এর সদস্যদের উদ্যোগে অনলাইন ভিত্তিক তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কিত একটি ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়। ৬০ জনের অধিক অংশগ্রহণকারীর মধ্য থেকে সেরা ১০ জন ছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইয়েস গ্রুপ রোকেয়া হলের উপদেষ্টা লাফিফা জামাল।

পরে রোকেয়া হল টিভি রুমে আয়োজিত ঢাকা ইয়েস-১ এর অনলাইন ভিত্তিক তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কিত ক্যাম্পেইনকে স্বাগত জানান রোকেয়া হলের ছাত্রীরা। তারা তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, তরুণরা যদি তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সকল মহলকে সচেতন করতে পারে তবে মানুষ নানা ধরনের হয়রানির হাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবে।

শোক সংবাদ

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৪ সময়কালে আমরা নিম্নোক্ত সনাক সদস্যবৃন্দকে হারিয়েছি। তাঁদের মৃত্যুতে টিআইবি পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। আমরা তাঁদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনাজ্ঞাপন করছি। দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে তাঁদের অবদান আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

অধ্যাপক এ. এন. এম. আবদুল মান্নান, সহ-সভাপতি, সনাক-লক্ষ্মীপুর: সনাক, লক্ষ্মীপুরের সহ-সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী ও সংগঠক অধ্যাপক এ. এন. এম. আবদুল মান্নান (জন্ম: ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪৭) ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ মৃত্যুবরণ করেন। দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে তিনি লক্ষ্মীপুর সনাক-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সহ-সভাপতি হিসেবে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। এছাড়াও তিনি ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি (দুপ্রক) এর সহ-সভাপতি এবং সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র), লক্ষ্মীপুর এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সভাপতি হিসাবে দায়িত্বরত ছিলেন। অধ্যাপক এ. এন. এম. আবদুল মান্নান তাঁর কর্ম জীবনে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কলেজে শিক্ষকতা করেন। ২০০৪ সালে তিনি লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। শেষ জীবনে তিনি পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, লক্ষ্মীপুর এর অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ রায়, সদস্য, সনাক-কুড়িগ্রাম: সনাক, কুড়িগ্রামের সদস্য, শিক্ষক ও সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ রায় (জন্ম: ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, মৃত্যু: ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৪) উল্লেখ্য, দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে কুড়িগ্রাম সনাক-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন ২০০৪ সাল থেকে সদস্য হিসেবে তিনি নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। এছাড়াও তিনি কুড়িগ্রাম প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং দুই বার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। রবীন্দ্রনাথ রায় তাঁর কর্মজীবনে শিক্ষকতার মহান পেশায় যুক্ত ছিলেন।

মনোয়ারা খাতুন, সদস্য, সনাক-ঝিনাইদহ: সনাক ঝিনাইদহের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মনোয়ারা খাতুন (জন্ম : ১০ জানুয়ারি ১৯২৭, মৃত্যু: ৭ জুলাই ২০১৪) তিনি ঝিনাইদহ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গণের পরিচিত মুখ মনোয়ারা খাতুন ঝিনাইদহ শহরে আপাজি নামে সকলের কাছে পরিচিত এবং একাধারে শিক্ষাবিধ, সমাজসেবী, ঝিনাইদহের নারী শিক্ষার অগ্রদূত, নারী অধিকার ও দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের অগ্রণী কর্মী ছিলেন।